দৈনিক ইত্তেফাক

04 MAY 2009 পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৭

জাতীয় শিক্ষা কমিটির প্রথম সভা

প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত একই কারিকুলাম

॥ ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥

প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত একই কারিকুলামে চলবে আগামী দিনের প্রাথমিক শিক্ষা। প্রাথমিক স্তরের ১১ ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে শিক্ষা ব্যবস্থা করা হবে একমুখী। শিক্ষানীতি ২০০০-কে অধিকতর যুগোপযোগী ও আধুনিক করার লক্ষ্যে গঠিত জাতীয় শিক্ষা কমিটির প্রথম সভা থেকে এ তথ্য জানানো হয়। গতকাল রবিবার সকালে জাতীয় শিক্ষা একাডেমি নায়েমের সভাকক্ষে এ সভায় কমিটির বিশেষ আমন্ত্রণে শিক্ষামন্ত্রী নূরুল ইসলাম নাহিদ উপস্থিত ছিলেন। জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরীর সভাপতিত্বে কমিটির সদস্যবৃন্দ, শিক্ষা সচিব সৈয়দ আতাউর রহমান ও নায়েমের মহাপরিচালক প্রফেসর বায়তুন নাহার উপস্থিত ছিলেন।

সভা সূত্র জানায়, একই কারিকুলাম অষ্টম শ্রেণী পর্যন্তও হতে পারে। কুদরাত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন এবং ২০০০ সালে প্রণীত শিক্ষানীতির আলোকেই চলবে আগামী দিনের শিক্ষা ব্যবস্থা। আগামী ৯০ দিনের মধ্যে জাতীয় শিক্ষা কমিটি সরকারের কাছে সুপারিশ পেশ করবে।

সভায় সভাপতি বয়োজ্যেষ্ঠ জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরীর ওপর চাপ কমানোর লক্ষ্যে কমিটির সদস্য বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সভাপতি ড. কাজী খলিকুজ্জামান আহমদকে কমিটির কো-চেয়ারম্যান মনোনীত করা হয়েছে। সমিতির বর্তমান সদস্য সংখ্যা ১৬ জন। সভায় দুইজন নতুন সদস্য কো-অপ্ট করা হয়েছে। তারা হচ্ছেন- উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. আর. আই. এম. আমিনুর রশিদ ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের প্রফেসর শাহীন কবীর। কমিটি প্রয়োজনে যে কাউকে কো-অপ্ট করতে বা যে কারো মৌখিক বা লিখিত মতামত গ্রহণ করতে পারে।

সভায় শিক্ষামন্ত্রী নাহিদ বলেন, সরকার ২০২১ সালের মধ্যে একটি আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান সমৃদ্ধ ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে চায়। পরিকল্পিত শিক্ষা পদ্ধতি ছাড়া এ লক্ষ্যে পৌঁছানো কঠিন। জাতির এ বৃহত্তর প্রত্যাশা পূরণে সরকার ২০০০ সালের শিক্ষানীতিকে সময়োপযোগী ও আধুনিক করার লক্ষ্যে এ গুরুত্বপূর্ণ কমিটি গঠন করেছে। তিনি কমিটির সকল সদস্যকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যথোপযুক্ত সুপারিশ প্রণয়নের আহবান জানান। তিনি বলেন, ইতিমধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও জাতীয় প্রয়োজনের অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। দেশের হাওড়-বাওড়, বিল-মহাসহ পশ্চাৎপদ অঞ্চলের শিশুদের শিক্ষা চাহিদা পূরণে নানা সমস্যা রয়েছে। কারিগরি শিক্ষাকে যুগোপযোগী করতে হবে। তিনি বলেন, শিক্ষার প্রাথমিক স্তরের একটি পর্যায় পর্যন্ত একই কারিকুলামের অধীনে আনতে হবে। তিনি সর্বজনগ্রাহ্য কর্মমুখী জীবনসম্পৃক্ত বিশ্বমানের শিক্ষা পদ্ধতি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাজ করার জন্য কমিটির প্রতি আহবান জানান।